বিআর১৪

মোটা ধানের ফলন বেশী
ছেলে বুড়ো সবাই খুশি

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ধান বিআর১৪ বোরো এবং আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ১৯৮৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ ধানের জনপ্রিয় নাম গাজী।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের উচ্চতা ১১৫-১২০ সেন্টিমিটার।
- কান্ড খুব মজবুত এবং পাতা খাড়া।
- কুশি গজানোর ক্ষমতা মাঝারি।
- ডিগপাতা কিছুটা হেলে যায়, ফলে শিষ উপরে দেখা যায় এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
- ছড়ার উপরিভাগের ধানে শুঙ আছে।
- চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে।
- এ জাতে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.১%।

বিআর১৪

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৫৫-১৬০ দিন।

ফলন

বোরো মৌসুমে ফলন হেক্টর প্রতি ৬.০-৬.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপনঃ** ২০ কার্তিক - ৫ অগ্রাহায়ণ (৪-১৯ নভেম্বর)।
২. **রোপণের সময়ঃ** ২০ পৌষ - ২০ মাঘ (জানুয়ারি)।
৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
৩০-৪০	৭-১৪	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগঃ রোপণের ১৫-২০ দিন পর

দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগঃ রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর।
ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় উপরি প্রয়োগঃ রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

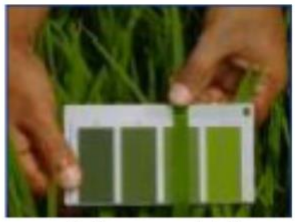
এলসিসির মাধ্যমে ইউরিয়ার চাহিদা নির্ধারণ

৪. **আগাছা দমনঃ** রোপণের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
৫. **সেচ ব্যবস্থাপনাঃ** ধানের থোর অবস্থা থেকে দানা দুধ অবস্থায় জমিতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৬. **ফসল কাটাঃ** ১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)।

মন্তব্যঃ

১. উর্বর জমিতে আবাদ করলে অধিক ফলন নিশ্চিত হবে।
২. কান্ড লম্বা, মজবুত তাই নিচু জমিতে চাষ উপযোগী।

আরো তথ্যের জন্যঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd